দৈনিক সংবাদ

NOV. 18 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বইয়ে চলছে পরিবর্তন-পরিবর্ধন

শেখ মুজিবের নামের আগে 'জাতির জনক' থাকছে না জিয়ার নামের আগে যোগ হচ্ছে 'স্বাধীনতার ঘোষক'

রফিকুল বাশার ॥ নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে বেশকিছু সংযোজন বিয়োজন করা হচ্ছে। পাঠ্য-পুস্তক ও টেকস্টবুক বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক ইস্যুসংবলিত লেখাগুলোতে পরিবর্তন করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, বইয়ের যেসব অধ্যায়ে পরিবর্তন করা হচ্ছে সেসব ফর্মা এখনো প্রেসে ছাপতে দেয়া হয়নি।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হবে। ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা বই এবং ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সমাজ বইয়ের মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়ের পরিবর্তন করা হচ্ছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, সমাজ, ইতিহাস ও পৌরনীতি বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়ে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সূত্র জানায়, সুযোগমতো 'মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক' হিসেবে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম লেখা হচ্ছে। সঙ্গে জিয়াউর রহমানের ছবিও যুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ পরিবর্তন ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

পরিবর্তন ঃ পাঠ্য বইয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'জাতির পিতা' উপাধি তুলে ফেলা হচ্ছে। আরো নতুন সংযোজন করা হচ্ছে ৭ই নভেম্বরের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ইতিহাস। ৭ই নভেম্বরের ইতিহাসে কর্নেল তাহেরের কোন বিষয় রাখা হচ্ছে না। তবে জিয়াউর রহমানকে এ বিপ্লবের নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরের ৮টি বইয়ের (১ম থেকে ৫ম বাংলা এবং ৩য় থেকে ৫ম সমাজ) রাজনৈতিক সেন্টিমেন্টগুলো পরিবর্তন করা হবে। বইয়ের যেসব অধ্যায় পরিবর্তন করা হচ্ছে সেসব অধ্যায় এখনো প্রেসে ছাপাতে দেয়া হয়নি। অন্য অধ্যায়গুলো ছাপতে দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, সংশোধনজনিত কারণে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই পৌঁছাতে বিলম্ব হবে না। বই যাতে যথাসময় সবাই পায় সে কাজ এগিয়ে চলেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে পাঠ্য বইয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন করে। বইয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে নিবন্ধ ও বিভিন্ন জায়গায় তার নামের আগে 'জাতির জনক' শব্দ জুড়ে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রায় দুই দশক ধরে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ছিল তা জনসাধারণের কাছে ছিল বিতর্কিত। আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা কমিটি গঠন করে এসব সমস্যা সমাধান করে।

৫ম শ্রেণীর সমাজ বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ৫ম লাইন থেকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তা পাঠ করেন' অংশটুকু বাদ দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। ওই বইয়ের ৪৭ পৃষ্ঠায় '২৬ মার্চ শুরু হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ' স্থানে লেখা হচ্ছে ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং তারপর শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ।' বাদ দেয়া হচ্ছে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবস অংশ। এ অংশে সংযোজন করা হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান সম্পর্কে রচনা। বাংলা বইয়ের কবি আসাদ চৌধুরীর 'জানাজানি' কবিতা বাদ দিয়ে ফররুখ আহমদের ভাষার গান রচনা সংযোজন করা হতে পারে। ৩য় শ্রেণীর বাংলা বইয়ের বিজয় দিবস রচনায় কিছু কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

বইয়ের মধ্যে পরিবর্তনের কারণে বই সরবরাহ বিলম্ব না হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কর্তৃপক্ষ অন্য কিছু কারণে সংশয় প্রকাশ করছেন। পাঠ্যপুস্তক ও টেকস্টবুক বোর্ড-এর এক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলেন, প্রেসের দৈনিক কাগজের যে চাহিদা সেই